وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ

ঐ ব্যক্তির চেয়ে সুন্দর কথা আর কে বলে যে, মানুষকে দাওয়াত দেয় আল্লাহর দিকে?

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

মন্দকে দূরীভূত করা সর্বোত্তম (আচরণ) দিয়ে।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের কৌশল

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **সূরা নম্বর ৪১ হামিম আস সেজদা আয়াত নম্বর ৩৩ থেকে ৩৬ পর্যন্ত "আল্লাহর পথে দাওয়াতের কৌশল -১"**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. ঐ ব্যক্তির চেয়ে সুন্দর কথা আর কে বলে, যে মানুষকে দাওয়াত দেয় আল্লাহর দিকে এবং আমলে সালেহ করে, আর বলে নিশ্চই আমি একজন মুসলিম (আল্লাহর অনুগত)।

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (সূরাঃ হামিম সাজদাহ/ফুসিলাত ৪১:৩৩)

আগের আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছিল, আল্লাহর বন্দেগীর উপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন এক মৌলিক নেকি যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু ও জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন বলা হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবতকে আহ্বান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা, আমি মুসলমান। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চতর স্তর আর নেই।

২. ভাল আর মন্দ সমান নয়। মন্দকে দূরীভূত করা সর্বোত্তম আচরণ দিয়ে। তাহলে তোমার জানের শত্রুও হয়ে যাবে প্রানের বন্ধু।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

ভাল ও মন্দ সমান নয়। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শুত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরাঃ হামিম সাজদাহ/ফুসিলাত ৪১:৩৪)

সৎ কর্ম ও দুস্কর্ম সমান নয়। তোমাদের বিরোধীরা যত ভয়ানক তুফানই সৃষ্টি করুক না কেন এবং তার মোকাবেলায় নেকীকে যত অক্ষম ও অসহায়ই মনে করা হোক না কেন, দুস্কর্মের নিজের মধ্যেই এমন দুর্বলতা আছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ করে দেয়। এই দুস্কর্মের মোকাবেলায় যে সৎ কর্মকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় বলে মনে হয় তা যদি ক্রমাগত চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সৎকর্মই বিজয়ী হয়।

৩. এই মহৎ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা সবর অবলম্বন করে। এ গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই যারা অতীব ভাগ্যবান।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।
(সূরাঃ হামিম সাজদাহ/ফুসিলাত ৪১:৩৫)

এটা প্রকৃতির বিধান। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এ সব গুনাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যাক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৪. যদি শয়তান তোমাকে কোনো কুমন্ত্রনা দিচ্ছে বলে অনুভব করো, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো. নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরাঃ হামিম সাজদাহ/ফুসিলাত ৪১:৩৬)

শয়তান যখন দেখে যে, হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা হীনতার ও সুকৃতি দ্বারা দুস্কৃতির মোকাবিলা করা হচ্ছে তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। শয়তান চায় মানুষকে বিচ্যুত করতে।

ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে যে ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

নবী (স:) সামনে এক ব্যাক্তি হযরত আবু বকর (রা:) অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলেন। হযরত আবু বকর (রা:) চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন। আর তার দিকে চেয়ে রাসূল (স:) মুচকি হাসতে থাকল। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা:) ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন, এবং জবাবে তিনিও একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন।

আবু বকর (রা:) মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র রাসূল (স:) উপর চরম বিরক্তির ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তার পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। আবু বকর (রা:) উঠে তাকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তার জবাব দিলাম আপনি অসন্তুষ্ট হলেন। রাসূল (স:) বললেন, তুমি যতক্ষন চুপচাপ ছিলে ততক্ষন একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না।

পরিশেষে বলা হচ্ছে, বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মুমিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তির গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এ বিশ্বাস যে আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন।

ভালো আর মন্দ সমান নয়। মন্দকে দূরীভূত করা সর্বোত্তম আচরণ দিয়ে, তাহলে তোমার প্রাণের শত্রুও হয়ে যাবে পরশ বন্ধু। এ মহৎগুন সবরের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। শয়তান বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে, শয়তানের অসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। দাওয়াতী কাজ করার মূল শিক্ষা এটাই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, কোরআনের এই শিক্ষার আলোকে আমরা আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ করি। আল্লাহর সাহায্য আমরা কামনা করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু